যুগান্তর

তারিখ 9 NOV 2008
পৃষ্ঠা - ৪ - কলাম - ৭

বেসরকারি কলেজে বিশৃংখলা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বেসরকারি কলেজগুলিতে পদ-পদবি-পদোন্নতি ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা লইয়া যেই দ্বন্দ্ব-বিবাদ চলিতেছে, উহা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিতেছে। বিষয়টি উদ্বেগজনক। শিক্ষকরা নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিলে কলেজে অনিয়ম-দুর্নীতি বাড়িবে, ইহাই স্বাভাবিক। ঘটিতেছেও তাহাই। শুধু দুর্নীতি বৃদ্ধি নহে, শিক্ষকরা ক্লাসে পড়াইবার বিষয়ে মনোনিবেশ না করায় কলেজগুলির শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে। অনিয়মিত হইয়া পড়িতেছে ক্লাস, পরীক্ষা, খাতা দেখা সকল কিছু। ফলে নিচে নামিয়া যাইতেছে শিক্ষার মান। ইহার মাশুল দিতে হইতেছে শিক্ষার্থীদের। প্রশ্ন হইল, শিক্ষকের কাজ শিক্ষা প্রদান করা; তাহারা এই সকল বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিবেন কেন? বলা হইয়া থাকে, শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। এই পেশায় জড়িতরা যদি দুর্নীতি ও কলহে লিপ্ত থাকেন, তাহা হইলে শিক্ষার্থীরা তাহাদের নিকট হইতে কী শিখিবে? নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতির ন্যায় বিষয়গুলি বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী সম্পন্ন হইবার কথা। কেহ উহা লংঘন করিলে তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লইতে হইবে। কোথাও বিশৃংখলা সৃষ্টি হইলে উহা নিরসনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিবাচক ভূমিকা রাখিবার কথা। কলেজগুলির অভিভাবকের দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানের। কিন্তু বাস্তবে উহা তেমন লক্ষ্য করা যায় না। বরং অভিযোগ উঠিয়াছে পরিদর্শন কাজে নিয়োজিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। তিনি নিজেই নাকি দুর্নীতিবাজ শিক্ষকদের প্রশ্রয় দিতেছেন। কলেজগুলিতে দ্বন্দ্ব-বিবাদ সৃষ্টি ও উহা বজায় রাখিবার মধ্যে তাহার স্বার্থ থাকিতে পারে। উক্ত কলেজ পরিদর্শকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কলেজে জটিলতা ও অশান্তি সৃষ্টির অভিযোগ ছাড়াও অধিভুক্ত কলেজগুলির অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষক নিয়োগ, কলেজ অধিভুক্তি, তদন্ত ও পরিদর্শন সংক্রান্ত কমিটিতে জালিয়াতি করিয়া বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করাইবার অভিযোগ উঠিয়াছে। অভিযোগগুলি গুরুতর। অবিলম্বে উহার তদন্ত হওয়া উচিত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নাই। দক্ষতা ও দুর্নীতির অভিযোগে ইতিপূর্বে একাধিকবার এই প্রতিষ্ঠানের ভিসিকে অপসারণ করা হইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্যসহ নানা অনিয়ম ও রীতিবিরুদ্ধ কার্যক্রমের অভিযোগ উঠিয়াছিল বিভিন্ন মহল হইতে। দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ উঠিয়াছিল প্রো-ভিসি, কোষাধ্যক্ষ ও অন্যান্য কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও। প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠার পর হইতেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে ক্ষমতা কুক্ষিগত করিবার একটি বলয়। সংবাদপত্রে ভুয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ দেখাইয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭০০ নিয়োগের ঘটনাও উদঘাটিত হইয়াছে। অতীতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ বাণিজ্য ও পদোন্নতি লইয়া মামলাও হইয়াছে। কোন প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির অপবাদ ঘুচাইবার উদ্দেশ্যেই পরিবর্তন আনা হয়। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষপদে বারবার পরিবর্তনের পরও কেন এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠিতেছে, তাহা খতাইয়া দেখা প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি বরদাশত করা যায় না। যেইভাবেই হউক এই প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিমুক্ত করিতে হইবে। আমরা আশা করিব, বর্তমান ভিসি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে দুর্নীতিমুক্ত করিবার সর্বাত্মক প্রয়াস লইবেন। তাহা না হইলে অধিভুক্ত বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অনিয়ম ও বিশৃংখলা দূর হইবে না। প্রতি বৎসর হাজার হাজার শিক্ষার্থী এই সকল কলেজ হইতে পাস করিয়া বাহির হয়। কিন্তু শিক্ষার নিম্নমানের কারণে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর চাকরি মিলে না। কলেজগুলিতে নিয়মিত পড়াশুনা হইলে, শিক্ষকরা তাহাদের দায়িত্বের ব্যাপারে যত্নবান হইলে শিক্ষার মান যেমন বাড়িবে, পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিবে শৃংখলা। আমরা আশা করিব, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কলেজগুলিতে বিশৃংখলা সৃষ্টির যেই অভিযোগ উঠিয়াছে, উহার সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। কাহারো খেয়ালখুশি ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা মানিয়া লওয়া যায় না।